দৈনিক ইনকিলাব

062

তারিখ 06 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

নোট বই ক্রয় বাধ্যতামূলক কেন?

পাঠ্য পুস্তক বিক্রির সাথে সাথে আবার নোট বইয়ের অশুভ দৌরাত্ম্যের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন পুস্তক ব্যবসায়ী নোট বই ছাড়া বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যবই বিক্রি করতে গড়িমসি করছে। মফস্বল শহরগুলোতে পাঠ্যবই সংগ্রহের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। পল্লীগ্রামের অবস্থা আরো করুণ। প্রায় পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের সাথে একটা করে নোট বা সহায়ক বই এমনকি অংক বইয়ের সাথেও নোটবই ক্রয় করতে বাধ্য করেন। এসব অভিযোগের মাধ্যমে বুঝা যায়, পাঠ্যবই সংগ্রহ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণ নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন।

এ অভিযোগ নতুন কিছু নয়। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে বহুবার এ অবস্থার অবসানের দাবী করা হয়েছে। সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ যে আশার বানী শোনাননি তাও নয়। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। পাঠ্যবই কেনার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

মূলতঃ দু'টো কারণেই বাজার থেকে নোট বই/সহায়ক বইয়ের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা একান্তই প্রয়োজন। প্রথমতঃ নোট বইগুলো অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের যা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। বইগুলোর প্রচ্ছদে 'বাই এন এক্সপার্ট হেড মাস্টার', 'বাই এ গ্রুপ অব প্রফেসরস', 'এক্সজামিনারস' ইত্যাদি লেখা থাকলেও আসলে এগুলো অনভিজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত, বেকার ও আনাড়ী শিক্ষকদের দিয়ে লেখানো হয়। দ্বিতীয়তঃ নোট বইয়ের মূল্য পাঠ্য বইয়ের মূল্যের চেয়েও ৪/৫ গুণ বেশী দেখানো হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র ও অভিভাবকদের জন্য এটা একটা গুরুভার সন্দেহ নেই। প্রতিকারের অভাবে নিরীহ অভিভাবককে এ কঠিন বোঝা বহণ করতে হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ জাতীয় পাঠ্যক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বিধানানুযায়ী কোন বই বিক্রেতা ও প্রকাশকই কোন নোট বই/সহায়ক বই মুদ্রণ ও বিক্রি করতে পারেন না। কিন্তু বিধান থাকলেও তা যথাযথ বাস্তবায়নে আইনগত কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। সচেতনতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে বহু সরকারী বিধান অমান্য হচ্ছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে 'সম্পাদক সমীপে' কলামে প্রকাশিত পত্রে সিলেটের জনৈক মোঃ আকতারুজ্জামান চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, নোট বই বাজারে বের হবার পর দেখা যায়, এর লেখক জনৈক অভিজ্ঞ হেডমাস্টার। কিন্তু বইটিতে ইংরেজী কঠিন শব্দের অনুবাদ দেয়া নেই এবং প্রচুর পরিমাণে ছাপার ভুলও থাকে, যা পরবর্তী সংস্করণেও সংশোধন করা হয় না।

তাই তিনি এ রকম ভুল নোট বই প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভ্রান্ত না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আবার অনেকেই মনে করেন, নোট বই প্রকাশনার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী না করে নোট বই বাধ্যতামূলক ক্রয় হতে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিত্রাণ দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আমাদের এদেশে যে ধরনের নোট বই প্রকাশিত হয়, তা কতটা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কল্যাণকর তাও বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে প্রতিটি নোট বই মুদ্রণের পূর্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা এর লেখার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যে কোন নোট বই কোনক্রমেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মূল পাঠ্যবইয়ের সাথে ক্রয় করতে না হয় তার উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেয়া প্রয়োজন। যাহোক, এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে বহু পদক্ষেপের সাথে বাজার থেকে অবৈধ নোট বইয়ের দৌরাত্ম্য বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন, যার সুফল অচিরেই পাওয়া যাবে বলে একান্তভাবে আশা করা যায়।

— এম. জি. মাহফুজ